বিভ্রম

যে জালে সহস্র হারিয়েছে ঈমান

বই :	বিভ্রম
লেখক :	ইয়ামিন সিদ্দিক নিলয়
প্রকাশনায় :	রাইয়ান প্রকাশন

বিভ্রম

যে জালে সহস্র হারিয়েছে ঈমান

ইয়ামিন সিদ্দিক নিলয়

রাইয়ান প্রকাশন

বিভ্রম

যে জালে সহস্র হারিয়েছে ঈমান

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

প্রচ্ছদ

মুবিনা ইফফাত

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২১০/- টাকা

Bivrom

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

'বিভ্রম: যে জালে সহস্র হারিয়েছে ঈমান' বইটি রচিত হয়েছে ঈমান বিধ্বংসী নানান ভ্রান্ত বিশ্বাস, মতবাদ এবং অভিযোগের জবাব নিয়ে। একজন ইলম পিপাসু যুবক, যে ইলম অন্বেষণে কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত, পুরো বইজুড়ে সে প্রশ্নকর্তা এবং অভিযোগকারীদের স্পষ্ট জবাব দিয়ে গেছে। আর শিক্ষার্থীদের জন্য রেখে গেছে একগুচ্ছ অমূল্য উপদেশবাণী।

এ উপদেশ ও জবাবগুলোতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তার খোরাক। এ উপদেশ ও জবাবগুলো সত্যান্বেষী বিবেকের দুয়ারে কড়া নাড়ায় বলবান; এ উপদেশ ও জবাবগুলো পথভোলা পথিকের জন্য সঠিক পথের আহ্বান।

বইতে আমার একজন প্রিয় স্কলার ও একটি নির্ভরযোগ্য সত্য মিডিয়ার তথ্যবহুল আলোচনার দুটি অংশ রয়েছে। যার মধ্যে একটিতে রয়েছে ডা. জাকির নায়েক হাফিযাহুল্লাহ'র 'Is the Qur'an God's Word?' লেকচারের দুটি অংশ; অন্যটিতে রয়েছে ঐ সত্য ও নির্ভরযোগ্য মিডিয়ার গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল প্রতিবেদনের অংশ। তবে সম্পাদিত আকারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্যতমও উপকারে আসে, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দিবেন না। আপনার প্রিয় মানুষটি, যারও বইটি পড়ার মাধ্যমে সামান্য উপকার হোক আপনি

চান, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দিবেন। আর অবশ্যই, আপনার দু’-আতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন।

যদি এ বইতে কোনো কিছু কল্যাণকর থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, সেটা একান্তই আমার। ইখলাস ও নিয়াতের সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর অধম বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ এবং সফলতা দান করুন।

নিশ্চয়ই সফলতা কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

আল্লাহ্র করুণা ও সকলের দু’আ প্রার্থী

ইয়ামিন সিদ্দিক নিলয়

সূচিপত্র

শুভঙ্করের ফাঁকি ৯

‘কাফির’, ‘মুশরিক’ কি কোনো গালি? ২২

চকলেটের মোড়কে বোমা ৩২

হালাল-হারামের মানদণ্ড কি বিবেক? ৪৪

সূর্যকিরণ দেখিনি কভু ৪৯

সৃষ্টির পেছনে কি সত্যিই কোনো প্রভু? ৫৯

তির্যক তিরসমূহ ৭০

ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী? ১০৫

খুঁজে ফিরি আলেয়া ১১২

মুসলিম ব্যতীত সবাই জাহান্নামী? ১১৯

একটি ফুলের মৃত্যু ১২৬

আমি কেন পারি না বদলাতে? ১৩৭

চলো বদলাই ১৪৩

‘সত্য ঈশ্বরের সংজ্ঞা হচ্ছে—ঈশ্বর এক-অদ্বিতীয়। তিঁনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী। তিঁনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কখনো জন্ম নেননি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।’

শুভঙ্করের ফাঁকি

ঠান্ডা দু-চোখ। এলোমেলো চুল। ফ্যাকাশে, জং-ধরা মুখ। হিম শীতল হাওয়া। নিঝুম কালো রাত। নিস্তব্ধ আকাশ। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ক্রমশ ভার হয়ে আসা আবরারের মন।

গত বছর এই তারিখেই আবরারের ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করেছে। সে এখনো ছাঁদে দাঁড়িয়ে তার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করে। বড় ভাই যে সে। চেষ্টা তো কম করেনি ছোট ভাইটাকে মানুষ করার। এখন ছোট ভাইটা যদি মানুষ না হয়ে পশু-পাখির মতো মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার আর কীই-বা করার!

আবরার। মা-বাবার বড় ছেলে। বর্তমানে একমাত্র ছেলে। ঢাকা ভার্সিটি থেকে ম্যাথমেটিকস্-এ অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে বর্তমানে একটি বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছে। আবরার ছোটবেলা থেকেই বেশ বিচক্ষণ একজন ছেলে। বর্তমানে বেশ দায়িত্বশীলও। সে পছন্দ করে মা-বাবার সঙ্গে থাকতে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে, জ্ঞানার্জন করতে এবং অর্জিত জ্ঞানটুকু সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে।

ছোটবেলা থেকেই আবরার মিতব্যয়ী। অর্থ, সময়, শক্তি—কোনো কিছুই অপচয় করা সে ভীষণ রকম অপছন্দ করে। তার বাবার বিশাল সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তার জীবনযাপন অতি সাধারণ।

সেদিন জয়নাল স্যারও সমুচা খেতে খেতে আবরারের দিকে ইঙ্গিত করে পিকেডি স্যারকে বলছিলেন, 'কী জীবন তার! ফজর পড়ে সকালবেলা কলেজে আসে, ক্লাস শেষ করে কলেজের মসজিদে যুহর পড়ে, খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ তার

ছাত্রদের সমস্যা শোনে, তারপর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাসায় চলে যায়। তার পরদিন আবার সেই একই রুটিন। পেরেশানিহীন, দুশ্চিন্তাহীন।

সমস্যা যে তার জীবনে আসে না—তা না, সমস্যা আসে। কিন্তু সে-সমস্যাগুলো যেন তাকে একটু নাড়াতেও পারে না। সে তার মতোই হাসিখুশি, বেদনাহীন। আর আমাদের জীবন...'

'ধুর মিয়া! সে আলাপ তুলিয়েন না তো।' পিকেডি স্যার থামিয়ে দেন জয়নাল স্যারকে।

জয়নাল স্যার হাসতে থাকেন, আর বলতে থাকেন, 'ঈর্ষা হয় স্যার, বুঝলেন? ঈর্ষা হয়।'

পিকেডি স্যার কলেজের বিশাল বটগাছটিতে থাকা পাখির ঐ ছোট্ট বাসাটির দিকে চেয়ে থাকেন। আর ভাবতে থাকেন গতরাতের কথা। গতরাত পিকেডি স্যার তার স্ত্রীর এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আবিষ্কার করেছেন। আর এই বিষয়টিই তাকে গতরাত থেকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়নাল স্যার হাঁক দেন, 'আবরার স্যার! এ আবরার স্যার! এই যে এদিকে।'

পিকেডি স্যার আবরারের হাস্যোজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকান, আর সে কাছে আসতেই নিজের কষ্ট আড়াল করে মুখে একটি মুচকি হাসি টেনে নেন।

'কী? আপনারা যাবেন না বাসায়? আজ না বেলা একটা পর্যন্তই ক্লাস ছিল?' আবরার জিজ্ঞেস করে।

জয়নাল স্যার তার হাতে থাকা অবশিষ্ট অর্ধেক শিঙাড়াটি জলদি জলদি মুখে পুরে অস্পষ্ট ভাষায় বলতে থাকেন, 'আপনারই অপেক্ষায়। চলুন। চলুন।'

পিকেডি স্যার কোনো রা করেন না। চুপচাপ নিজের বাদামি রঙের ল্যাপটপ ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর তিনজনই চলতে থাকেন। হঠাৎ আবরারের চোখ যায় পিকেডি স্যারের দিকে। সে দেখতে পায় পঞ্চাশোর্ধ্ব এই মানুষটার মুখে যেন বিষণ্ণতার ছাপ তার বয়সের ছাপকেও ছাপিয়ে গেছে। ভীষণ মনমরা দেখাচ্ছিল তাকে। তাই আবরার পিকেডি স্যারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, 'স্যার? কিছু হয়েছে কি?'

প্রশ্নটি শুনে পিকেডি স্যার কেমন যেন একরকম চমকে ওঠেন। মুখে হাসি প্রদর্শনের বৃথা চেষ্টা করে তিনি বলতে থাকেন, ‘কই? না তো। কিছু হয়নি তো। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে? আসলে কিছুই হয়নি। আমি মানুষটা দেখতেই এরকম।’

পিকেডি স্যার সেদিন যেন একটু বড় উত্তরই দিয়েছিলেন প্রশ্নের। তার উত্তর শুনে জয়নাল স্যারের কাছেও মনে হয় পিকেডি স্যার কোনো কারণে পেরেশান। তাই জয়নাল স্যার, আবরার ও পিকেডি স্যারকে পাশের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। তারপর পিকেডি স্যারকে বলেন, ‘এবার বলুন কী সমস্যা।’

পিকেডি স্যার তখনো কিছু বলছেন না। শুধু কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পিকেডি স্যার কিছু বলতে চাইছেন না দেখে আবরার জয়নাল স্যারকে বলে, ‘বাদ দিন স্যার। তিনি যখন বলতে চাইছেন না, তখন থাক। আমরা আর জোরাজুরি না করি।’

তারপর সবাই চুপ। আশপাশও যেন খুব নীরব। আর এ নীরবতা থাকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নীরবতা ভেঙে পিকেডি স্যারই আবরারকে প্রশ্ন করেন, ‘আচ্ছা, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে যে জাহান্নামের কথা আছে, তুমি কি সে জাহান্নামে বিশ্বাস করো?’ জয়নাল স্যারের দিকে তাকিয়ে ‘জয়নাল স্যার, আপনি?’

দুজনেই সমস্বরে উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, করি।’

পিকেডি স্যার দুজনের দিকেই কিছুক্ষণ কেমন করে যেন তাকিয়ে রন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো তার চোখজোড়া যেন দাবানল। আবরার প্রশ্ন করে, ‘স্যার, হঠাৎ?’

পিকেডি স্যার কোনো উত্তর দেন না, পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘ভগবান নরক বানিয়ে ভুল করেছেন মনে হয় কি কখনো? মনে হয় কি কখনো তাকে নিষ্ঠুর?’

‘না।’ আবরারের সরল উত্তর।

‘আসলেও তিঁনি নিষ্ঠুর নন। বরং নরক বানানোটা তার ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হওয়ারই প্রমাণ দেয়।’ ক্ষুব্ধ পিকেডি স্যার বলেন।

জয়নাল স্যার চুপচাপ। মনে মনে ভাবতে থাকেন আজ হলো কী পিকেডি স্যারের! তিনি তো ধর্ম নিয়ে কথা বলার লোক নন। বরং তিনিই তো প্রগতিশীলতার নামে

মাঝেমধ্যেই নাস্তিকতার বুলি আওড়ান। আজ তবে... হিসাব মেলাতে পারেন না জয়নাল স্যার। তাই তিনি নীরব দর্শকই বনে রন।

‘হয়েছে কী স্যার?’ আবরারের প্রশ্ন।

‘আমার কিছু হয়নি। হয়েছে এ সমাজের নারীদের। কেমন করে আজকাল মন বিলি করে বেড়ায় দেখো না?’

পিকেডি স্যার কখনো আবরারের সামনে এমন ধারার কথা বলেন না। আজ স্যারের মুখে এমন কথা শুনে আবরার কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খায়। তবু স্যারের মন হালকা করার আশায় সে স্যারের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যায়।

‘মানে?’

‘মানে আবার কী? দেখো-না, একজনের সঙ্গে সম্পর্কে থাকার পরও মেয়েরা কীভাবে আরো দশজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়? এমনকি বিয়ের পরও! একটুও যে লজ্জা লাগে না তাদের, একটুও যে বিবেকে বাধে না! তুমি কি দেখো না?’

‘এটা কি দোষের স্যার?’

‘তোমার মাথা ঠিক আছে? এটা কেন দোষের হবে না?’

‘কেন? আপনিই-না কিছুদিন আগে শাহবাগে কিছু ম্যাডামদের আন্দোলনে প্রধান বক্তার ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেখানে তাদের মূল বার্তাই ছিল– My body, My mind, My choise. To Marry or not to marry. To have sex before marriage, To have sex outside of marriage; My choise. এটাই তো নারী স্বাধীনতা স্যার। আপনি কি তবে নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করছেন এখন?’

পিকেডি স্যার চুপ হয়ে যান। এবং অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকেন। তারপর তার টাক মাথাটা খানিক চুলকিয়ে বলতে থাকেন, ‘আসলে আমার উচিত হয়নি সেসব অসভ্যদের আন্দোলনে যোগদান করা। আমি এখন আর মোটেও তাদের সঙ্গে একমত নই। মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা বলতেও একটি বিশেষণ আছে। আর সেটি সবারই বজায় রাখা উচিত। স্বাধীনতার মানে তো এই না যে, আমি অন্যজনের

বিশ্বাসকে খুন করে ফেলবো কিংবা সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে, যুবকদের উত্তেজিত করে কোনো প্রকার দুর্ঘটনার শিকার হলে পরে 'আমি নিরীহ, আমি নিষ্পাপ' বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলবো। এটা ভণ্ডামি, এটা স্বাধীনতা নয়।'

'আপনি কি তবে ধর্ষণ ও ইভ-টিজিং এর জন্য নারীদের পোশাক এবং উশৃঙ্খল চলাফেরাকে দায়ী করছেন?'

'না, স্রেফ সেটিকেই দায়ী করছি না। এসব অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। কিন্তু আমি বলছি সেটিও সে অনেকগুলো কারণের মধ্য থেকে একটি কারণ। আর সেটি মোটেও অন্যান্য কারণগুলোর চেয়ে কম ভূমিকা রাখে না এসব অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পেছনে। তোমার যদি মানতে কষ্ট হয়, তাহলে তুমি বলো, আমি কোথা থেকে এর প্রমাণ দিবো যে, এটিও এমন অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম বড় কারণ! বাইবেল থেকে? কুরআন থেকে? যাত্রাপুস্তক থেকে? বেদ থেকে? না বিজ্ঞান থেকে? বলো!'

'বাব্বাহ! আপনি এত কিছু জানেন? তারপরও ফারজানা ম্যাডামদের সঙ্গে গিয়ে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেন!' হাসতে হাসতে জয়নাল স্যার বলেন।

'হাসিও না। হাসিও না। জানি বহুত কিছুই, কিন্তু তাদের যুক্তিগুলো বেশ মানবিক মনে হতো এতদিন। আর তাদের যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো একটি শব্দও অমানবিক। কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন। এখানে মুখরোচক স্লোগান, ভণ্ডামি কিংবা দ্বিচারিতার দাম নেই। এখানে দাম আছে বিশ্বস্ততার, সুশৃঙ্খল ও শালীন চলাফেরার, এবং নারী-পুরুষ উভয়ের সংযত জীবন যাপনের। আর এটিই সঠিক।'

'আপনি কি কুরআন সম্পূর্ণ পড়েছেন স্যার?' আবরারের প্রশ্ন।

'না।'

'আপনার উপলব্ধিগুলো কুরআনে আগে থেকেই উল্লেখ করা আছে। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে।'

'এই! এখন খিদে পাচ্ছে ভাই। কেউ কিছু অর্ডার করো।' দুই হাত দিয়ে পেট চেপে জয়নাল স্যার বলেন।

‘মিয়া! আপনি-না কলেজে বসেই গুনে গুনে ৪ টা সিঙাড়া আর ৫ টা সমুচা পেটে ভরলেন? তারপরও?’ জয়নাল স্যারকে বলেন পিকেডি স্যার।

‘খিদের কি শেষ আছে স্যার?’

জয়নাল স্যারের এমন উত্তর শুনে সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে। পিকেডি স্যারের মনটাও কিছুটা হালকা হয়। তারপর দুপুরের খাবার অর্ডার করা হলে পিকেডি স্যার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনাদের জানা এমন কোনো বই বা লেখা আছে কি, যেটি পড়ে নারী হোক, পুরুষ হোক—যারাই স্বাধীনতার নাম দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, উশৃঙ্খল ও অশালীন চলাফেরার মাধ্যমে সমাজের অন্যান্যদের ক্ষতি করে, তারা যেন একটু সংশোধন হয়?’

‘না, স্যার। আমার জানা নেই।’ খেতে খেতে জয়নাল স্যার উত্তর দেন।

আবরার বলে, ‘আমার জানা আছে স্যার। আমি আগামীকাল আপনাকে এমন একটি বই এনে দিব, ইন শা আল্লাহ। তবে আমাদের হাতে কিন্তু সুযোগ আছে একটি সুন্দর প্রজন্ম গড়ে তোলার মাধ্যম হওয়ার।’

‘কীভাবে?’

‘এই যে দেখুন না, আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে অবাধ মেলামেশা করছে! কথিত প্রগতিশীলরা এটিকে যতই আধুনিকতা বলুক না কেন, এটি কিন্তু দিন শেষে তাদের জন্য ক্ষতিই বয়ে নিয়ে আসছে। আমরা কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু তাদেরকে এসব অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত রাখতে পারি, তাদেরকে এসবের কুফল বর্ণনা করতে পারি, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি।’

জয়নাল স্যার খাওয়া ধীর করে একটু নড়েচড়ে বসেন। তিনি আবরারের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য কান দুটো খাড়া করে রাখেন। পিকেডি স্যার প্রশ্ন করেন, ‘...এটি কিন্তু দিন শেষে তাদের জন্য ক্ষতিই বয়ে নিয়ে আসছে—কীভাবে? ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশোনা করাতে ক্ষতি কী? তারা তো স্রেফ পড়াশোনাই করছে। আর পড়াশোনার প্রয়োজনেই একে অপরের সঙ্গে মিশছে। তারা সংযত থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিশলে ক্ষতির কী আছে?’

পিকেডি স্যারের এমন প্রশ্ন শুনে আবরার কিছুটা হতাশ হয়। সে একবার নিচের দিকে তাকায়, তারপর বেদনা মিশ্রিত এক হাসি হেসে মাথা তুলে পিকেডি স্যারকে প্রশ্ন করে, 'স্যার, এই যে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ক্লাস করছে, টিফিন পিরিয়ডে পরস্পরের সঙ্গে আড্ডা ও দুষ্টুমি নামক বেহায়াপনায় মেতে উঠছে, কলেজ ছুটি হলে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে কিছু অপরাধ করছে, আবার অনেক সময় কলেজে আসার নাম করে অভিভাবকদের থেকে টাকা নিয়ে অন্যকোথাও কজন মিলে ঘুড়তে চলে যাচ্ছে, বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড-জাস্টফ্রেন্ড নামক পশু সভ্যতায় জড়িয়ে যাচ্ছে, নানান রকম দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে, আমরা কি তা দেখতে পাচ্ছি না? নাকি দেখতে চাচ্ছি না? এগুলো কোন মেকানিজমের ফসল, স্যার?'

প্রশ্নটা জয়নাল স্যার এবং প্রাণ কৃষ্ণ দাস ওরফে পিকেডি স্যারের বিবেক সমীপে রেখে আবরার উত্তরের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রয়। কিন্তু পিকেডি স্যার বলেন, 'কথা আরো স্পষ্ট করো আবরার। আর আমি কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে মেশার কথা বলার সাথে সাথে তাদের সংযত থাকার কথাও বলেছি।'

'স্যার, এটি খুবই অবাস্তব আশা হবে যে আমরা ছেলে-মেয়েদের ফ্রি-মিক্সিংয়ের সুযোগ করে দিবো, আর আশা করব তারা সবাই খুব করে সংযত থাকবে এবং তাদের মধ্যে কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারবে না। এমনকি যখন তাদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশের অধিকের পরিচয় হয়ে গেছে পর্নোগ্রাফির সঙ্গে।

আপনি জানেন কি, বাংলাদেশের একটি বেসরকারি সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' ২০১৩ সালে শুধু অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি জরিপ করেছিল। যে জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে প্রায় ৭৭ ভাগ ছাত্রই পর্নোগ্রাফি দেখে?

স্যার, আপনি কি চিন্তা করতে পারেন, বর্তমানে আমরা কোন অবস্থায় আছি?

আমাদের এই সমাজ, এই সিস্টেম প্রতিটি পদে পদে তাদেরকে যৌনতার সামনে চ্যালেঞ্জ করে। এমতাবস্থায় অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ফ্রি-মিক্সিং, হ্যাং-আউট এবং স্লীপ ওভার করার জন্য ছেড়ে দিবে; কিন্তু একই সঙ্গে মস্তবড় সেই আশাও করবে—তাদের মধ্যে কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারবে না। এটি কি বোকামি নয়, স্যার?

আপনি কি জানেন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুটম্যাকার ও বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশপ অব সেপটিক অ্যাবরশন বাংলাদেশ-এর ২০১৭ সালে প্রকাশকৃত জরিপ অনুয়ায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ১১ লাখ ৯৪ হাজার অনিরাপদ গর্ভপাত হয়েছে? এ হিসেবে গড়ে এক দিনে ৩ হাজার ২৭১ টি গর্ভপাত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি এবং হোস্টেলগুলোর ডাস্টবিনগুলোতে প্রায়শই মিলছে নবজাতকের লাশ। যার সংখ্যা দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে। এগুলো কি দুঃখজনক নয়, স্যার? এর বাহিরেও তো ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা থেকে নানান প্রকার অপরাধ ও দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে, যা আমরা পত্র-পত্রিকা খুললে হর-হামেশাই দেখতে পাই। সেগুলো কি মর্মান্তিক নয়, স্যার?’

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করেন পিকেডি স্যার। তারপর বলেন, ‘হুম, বুঝলাম। কিন্তু এর জন্য আমরা কী করতে পারি?’

‘ঐ যে বললাম, আমরা নিজেদের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু তাদেরকে এসব অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত রাখতে পারি, তাদেরকে এসবের কুফল বর্ণনা করতে পারি, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি। যেহেতু এর বেশি আর কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।’

‘এর বেশি আর কী করা যায়?’

‘এর বেশি ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায়, আল্লাহর নির্দেশ মেনে মেয়েদের পর্দা করানো যায়, আল্লাহর নির্দেশ মেনে ছেলেদের দৃষ্টি অবনত বা সংযত রাখার প্র্যাক্টিস করানো যায়, ছেলে-মেয়ে উভয়কে মাহরাম, নন-মাহরাম মেইন্টেইন করে চলার প্র্যাক্টিস করানো যায়, ছেলে-মেয়ে ম্যাচিউরড হওয়ার পরপর তাদের বিয়ে করিয়ে দেয়া যায়[১], কুরআনের আইন অনুযায়ী অপরাধীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তি প্রদান করা যায়। যা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, যেহেতু আমরা শাসকও না, অভিভাবকও না। তবে আমরা তাদেরকে

[১] এক্ষেত্রে ছেলে পড়াশোনার পাশাপাশি কোনো হালাল জব বা টিউশনি করবে, যেন ছাত্রাবস্থায় অন্তত নিজের এবং নিজের স্ত্রীর খরচ নিজে বহন করতে পারে। পরে পড়াশোনা শেষে কোনো ফুল টাইম হালাল জবে কিংবা বিজনেসে ইনভলভ হয়ে পুরো পরিবারের খরচ বহন করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

বিষয়গুলো জানানোর মাধ্যমে আমাদের চেষ্টাটুকু করতে পারি। শিক্ষক হিসেবে তো চোখের সামনে এতগুলো ছাত্র-ছাত্রীকে বিপথে চলে যেতে দিতে পারি না। তাদের ভালোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।’

‘অবশ্যই। কিন্তু মাহরাম, নন-মাহরামের বিষয়টি বুঝে আসেনি। কাইন্ডলি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো।’

‘যে সকল নারীদের দিকে তাকানো পুরুষদের জন্য ইসলামী শারীয়াহতে বৈধ নয়, একইভাবে যে সকল পুরুষদের সামনে যাওয়া নারীদের জন্য ইসলামী শারীয়াহতে বৈধ নয়; এবং যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ তাদেরকে গায়রে মাহরাম বলে। তবে একান্ত অপারগ হয়ে যদি কখনো গায়রে মাহরাম কারো সামনে যেতেই হয়, তবে নারী পরিপূর্ণ পর্দা করে এবং পুরুষ তার দৃষ্টি অবনত করে যাবে। আর কথাবার্তার ক্ষেত্রে নম্র কণ্ঠ ও ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা পরিহার করে শ্রেফ প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলে বা শুনে চলে আসবে। এক্ষেত্রেও তারা নির্জনতা অবলম্বন করবে না, নির্জনতা পরিহার করবে। আর মাহরাম হলো তারা, যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন: বাবা/মা, চাচা/ফুফু, মামা/খালা, দাদা/দাদি, নানা/নানি। কুরআন-হাদীসে এমন ১৪ জনের কথা বলা হয়েছে যারা মাহরাম। মূলত এর বাহিরে বিশ্বে যত পুরুষ/নারী আছে সবাই গায়রে মাহরাম। আর ইসলামের এ বিধান শুধু পরকালেরই নাজাতের উপায় নয়; বরং আমাদের দুনিয়ার জীবনের শান্তি, স্বস্তি এবং পবিত্রতারও রক্ষাকবচ।’

‘ওহ।’ একটু থেমে ‘সুন্দর।’

হঠাৎ জয়নাল স্যার প্রশ্ন করেন, ‘কিন্তু আবরার স্যার, আপনি কি মনে করেন না, বড় বড় লেখক, বুদ্ধিজীবী, নাট্যকার এবং সাহিত্যিকদের দেয়া মত অনুযায়ী বেশি বেশি যৌনতার আলোচনা হলে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেক্স-এডুকেশন শুরু করা হলে, সেক্স নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা হলে যৌনতার ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের মধ্যকার ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে? আপনি কি মনে করেন না, তাদের বাতলে দেয়া পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বা ধর্ষণসহ এ জাতীয় অসংখ্য দুর্ঘটনা ও অপরাধগুলো সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে?’

'না স্যার। আমি মনে করি না। আপনি একটু সময় নিয়ে ভাবুন, যৌনতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, সাহিত্য, বিনোদন, আর্ট, কালচার, কথিত সেক্স-এডুকেশন, ফ্রি-মিক্সিং, কিংবা কথিত সুশীল-প্রগতিশীলদের কোনো পরিকল্পনা কি ধর্ষণ কিংবা এ জাতীয় আরো নানান দুর্ঘটনা বা অপরাধগুলোকে সামান্য পরিমাণেও কমাতে পেরেছে? পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা আমেরিকার চাইতে বেশি উদারমনা, বেশি প্রগতিশীল আর কারা আছে? কথিত সেক্স-এডুকেশন, উদারমনা সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন চর্চা আমেরিকার চাইতে আর কোন দেশে বেশি হয়? অথচ দেখুন, দেশটির বৃহত্তম যৌন-সহিংসতা বিরোধী সংস্থা RAINN অর্থাৎ Rape, Abuse & Incest National Network এর জরিপ অনুযায়ী সুশীল-প্রগতিশীল আমেরিকাতে প্রতি ৭৩ সেকেন্ডে একটি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এমন প্রথম দশটি দেশের মধ্যে আমেরিকার নাম।[২]

আমরা ইভ-টিজিং, যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণ থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐ সমস্ত অপ্রকৃতিস্থদের সেক্স-এডুকেশনের থিওরি কিংবা ফ্রি-মিক্সিংয়ের থিওরিতে বিশ্বাসী হতে পারি, কিন্তু আল্লাহর বলে দেয়া বিধানে বিশ্বাসী হতে পারি না। আল্লাহর বলে দেয়া ফর্মুলা বিশ্বাস করতে পারি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি না। আমরা নিজেদের এই প্রশ্ন করি—আমাদের ছেলে-মেয়েদের এসব ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কোন এডুকেশন বেশি কার্যকরী? কুরআনের এডুকেশন? নাকি নির্লজ্জের মতো কোমল মতি শিশু কিশোরদের মনোজগৎ বিকৃত করে দেয়া সেক্স-এডুকেশন? এ ব্যাপারে কার বলে দেয়া ফর্মুলা অধিক কার্যকরী? যা কিছু আল্লাহ বলে দিলেন তা? নাকি যা কিছু ঐ স্বার্থ লোভী সুবিধা ভোগীরা বাতলে দিল তা!

এই সুবিধা ভোগীরা প্রচার করে বেশি বেশি যৌনতার আলোচনা হোক, সেক্স নিয়ে সেক্স-এডুকেশনের নামে কথা হোক, খোলামেলা আড্ডাবাজি হোক, ছোট পোশাকের ব্যাপারে আলোচনা হোক, আলোচনা হোক স্বাধীনতার নামে অবাধ যৌনতার। তারা প্রমাণ করতে চায় এভাবে যৌনতার ব্যাপারে ভ্রান্তি দূর হবে। ইভ-টিজিং, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলো দূর হবে। বেশ তো। তবে আপনিই বলুন-না, তাদের সমস্ত তত্ত্ব বাস্তবায়নের পরেও এসব অপরাধ কেন

[২] https://www.rainn.org/about-sexual-assault

কমছে না? কেন পৃথিবীর কোনো দেশেই তাদের বাতলে দেয়া পদ্ধতিতে এসব অপরাধ রোধ করা যায়নি?

ইভ-টিজিং, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ কমানোর জন্য তাদের বাতলে দেয়া এসব সমাধান আসলে কোনো কালেই বাস্তবসম্মত কিছু না। তাদের এমন সমাধানের নামে ফাঁকির পেছনে থাকে স্বার্থ, ভোগবাদিতা এবং অর্থনীতি। যৌনতা এখন একটি ইন্ডাস্ট্রি। যৌনতার সঙ্গে জড়িত মিলিয়ন নয়, বরং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। হলিউড-বলিউড, মুভি-সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ, আইটেম সং—কোটি কোটি টাকার খেলা। কসমেটিক্স, ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল, পর্নোগ্রাফি—এগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। আর এসবের প্রথম শুরুর অন্যতম ধরন এই সেক্স-এডুকেশন এবং কো-এডুকেশন[৩]।'

আবরার তার সামনে থাকা জগটি থেকে পানি গ্লাসে ঢেলে ঢকঢক করে পান করে। পান করে আবারো বলতে শুরু করে—'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই তিঁনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোন পদ্ধতি আমাদের জন্য নিরাপদ। তিঁনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ এবং সংযমের শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্রতা এবং আল্লাহ ভীতির শিক্ষা দিয়েছেন। আর এটিই হচ্ছে ইভ-টিজিং, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ এবং এ জাতীয় সকল অপরাধ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন এর দ্বারা তিঁনি আমাদের পবিত্র রাখতে চান।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর সমাধানগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চোখের হেফাজত, পর্দা, শালীনতা, হালাল পরিবেশ, তাক্বওয়া, দ্বীনি শিক্ষা—এগুলো আলাদা কিছু নয়। বরং এগুলো প্রত্যেকটিই সুস্থ সমাজ ও নিরাপদ পরিবেশ গঠনের জন্য আবশ্যিক।

নৌকার তলায় একটি মাত্র ছিদ্রও বিপজ্জনক। এমন অবস্থায় সমস্ত হারাম এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলি সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা কীভাবে ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ ভাবতে পারি?'

[৩] সহ-শিক্ষা বা কো-এডুকেশন এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ ও নারীরা পড়ালেখার জন্য একইসাথে সহ-অবস্থান করে। এই শিক্ষা পরিবেশে ছেলে-মেয়ে বা পুরুষ-নারীর একত্রে মেলা-মেশা, কথা-বার্তা, গল্প-গুজবে কোনোরূপ প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধা থাকে না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জয়নাল স্যার বলেন, ‘হুম... ভাববার বিষয়। বুঝতে পারলাম।’

ইতোমধ্যে পিকেডি স্যারের খাওয়া শেষ। পিকেডি স্যার টিস্যুতে মুখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করেন, ‘কিন্তু ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সঙ্গে জীবনসঙ্গীকে ধোঁকা দেয়ার সম্পর্ক কী, আবরার?’

‘স্যার, আজকে যে ছেলে-মেয়েগুলো একটা মডেস্ট লাইফ লীড করতে পারছে না, ট্রেন্ডের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে থাকতে পারছে না, হবু স্বামী বা স্ত্রীর হক্ব নষ্ট হবে—এতটুকু চিন্তা করে অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকতে পারছে না, তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে সৃষ্টিকর্তার দেয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে না, সে ছেলে-মেয়েগুলো বিয়ের পর পরকীয়া না করলে আর কারা করবে? সে ছেলে-মেয়েগুলো সমাজে বেহায়াপনা-অশ্লীলতা, অন্যায়-অনাচার না ছড়ালে কারা ছড়াবে, বলতে পারেন কি?’

পিকেডি স্যার ও জয়নাল স্যার তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যান। আর আবরারের উত্তরগুলো পিকেডি স্যারের বেশ মনে ধরে। পিকেডি স্যার বলেন, ‘আসলেই বিষয়গুলো এভাবে কখনো ভেবে দেখা হয়নি। তুমি যা বলেছো, সব ঠিকই বলেছো। ভগবান আমাদের সবাইকে তোমার কথাগুলো মনে রাখার এবং ওসব থেকে নিজেদের দূরে থাকার ও অন্যান্যদেরও দূরে রাখার শক্তি দিক।’

জয়নাল স্যারও পিকেডি স্যারের সঙ্গে যোগ দেন। আর বলতে থাকেন, ‘হ্যাঁ আবরার স্যার, বিষয়গুলো সত্যিই আমাদের সবার জানা দরকার। বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকের মাঝেই বেশ ভ্রান্তি রয়েছে, যেমনটা আমার মাঝে ছিল। তাই সাধারণ মানুষজনের মধ্য থেকে এ সমস্ত ভ্রান্তি দূর করতে আমাদের উচিত সঠিক পন্থাগুলো নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা এবং জনসচেতনতা তৈরি করা। এই অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, অন্যায়-অবিচার, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড-জাস্টফ্রেন্ড ট্রেন্ড, পরকীয়া তথা বিয়ে বহির্ভূত সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে সমাজটাকে। এসব হয়তো কোনো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে, নয়তো কোনো মা-বাবার আশা-আকাঙ্ক্ষা, নয়তো কোনো নববিবাহিত স্বামী বা স্ত্রীর প্রত্যাশা, নয়তো কোনো পুরোনো দম্পতির সুখী দাম্পত্য জীবন, নয়তো কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পুরোটা জীবন। আর এসব কারণেই অনেক মানুষ মাদকসহ নানা প্রকার অপরাধের দিকে ধাবিত হয় প্রতিবছর। মূলত এগুলো থেকেই সূত্রপাত হয় অন্যান্য

আরো অনেক অপরাধের। আর আমরা সমস্যার মূলে না গিয়ে ইস্যুভিত্তিক হয়ে পড়ি। সেজন্যই এসবের দিকে কখনো নজর পড়ে না, আর এসব থেকে উত্তরণের পন্থা নিয়ে কখনো চিন্তাও করা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এসব বিষয় নিয়ে ভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা সুশীল ও প্রগতিশীলরা তো আছেই।'

'জি স্যার। ঠিকই ধরেছেন। এজন্যই আমাদের উচিত তাদের বিপরীতে সঠিক পন্থাগুলো নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা এবং জনসচেতনতা তৈরি করা।' অল্প পানি পান করে 'আচ্ছা, আজ তবে ওঠা যাক। আজ বিলটা তাহলে জয়নাল স্যার দিচ্ছে, তাই তো?' হাসি চেপে আবরার বলে।

পিকেডি স্যার হাসতে থাকেন। কারণ তিনিও ভালোভাবেই জানেন, জয়নাল স্যার যে কিপটে লোক, তিনি একা পুরো বিলটা কখনোই দিবেন না। শেষে জয়নাল স্যার দেনও নি। পুরো বিলটা আবরার-ই দিয়ে দিয়েছে। পিকেডি স্যার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবরার তাকে দিতে দেয়নি।

আড্ডা শেষে পিকেডি স্যার চলে যান তার বাসার পথে, আর জয়নাল স্যার ও আবরার যায় নিকটস্থ মসজিদটার পথে। তারপর সালাত আদায় করে তারা দুজনেও দুজনের বাসার পথে ছোটে।

‘কাফির’, ‘মুশরিক’ কি কোনো গালি?

পরদিন সকাল। গ্রীষ্মের সকাল। এ অঞ্চলে তখন কাঠ ফাটা রোদ। রোদের প্রখরতায় চারিদিক যেন পরিণত হয়েছে এক খণ্ড মরুতে। এমন গরমেই পিকেডি স্যার একা একা বসে রয়েছেন কলেজ প্রাঙ্গণে। রোদে তার টাক মাথাটা চমকাচ্ছে। আর তা বেশ দূর দূরান্ত থেকেও দেখা যাচ্ছে। ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষের বারান্দা থেকে এ দৃশ্য দেখে হাসাহাসি করছে। এমন সময়েই আবরারের কলেজে প্রবেশ।

আবরার কলেজ ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই কলেজ প্রাঙ্গণে পিকেডি স্যারকে দেখতে পায়। দেখতে পেয়ে সে পিকেডি স্যারের কাছে যায়। পিকেডি স্যার তার সামনে পড়া একটি লম্বা ছায়া দেখতে পেয়ে পেছনে না তাকিয়েই বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলতে থাকেন, ‘বসো, আবরার। বসো।’ আবরার, স্যারের পাশে বসে। স্যারকে একটি টিস্যু এগিয়ে দেয়। পিকেডি স্যার তা গ্রহণ করেন। পরে টিস্যুতে ঘাম মুছতে মুছতে স্যার বলেন, ‘আর দশ মিনিট পর ডিউটি। তারপর আরো দুটো হলে ডিউটি। আজকে সায়েন্স, কমার্স, আর্টস—সবার পরীক্ষা। তারপর দুটো টিউশন। তারপর বাসায় ফিরে ফের অশান্তি।’ আবরার কিছু একটা জিজ্ঞেস করবে অমনি পিকেডি স্যার নিজেই আবার বলতে শুরু করেন, ‘কিছু জিজ্ঞেস করিও না ভাই। ব্যাস সময়টা খারাপ যাচ্ছে—এতটুকুই জানাই।’

আবরার, স্যারের পারিবারিক বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করে, আজ কয়টা পর্যন্ত ডিউটি আর টিউশনগুলো কি নতুন নিয়েছেন কি না। স্যার কিছু বলেন না। খোলা আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘমালার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। মানুষটা আজকাল কেবল ভাবেন-ই। কোথায় যেন প্রায় সারাদিনই হারিয়ে থাকেন।

‘স্যার? স্যার? আপনার সময় হয়ে গেছে।’

চমকে উঠে অন্যমনস্ক পিকেডি স্যার আবরারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে ছোটেন।

আবরার মানুষটার দিকে চেয়ে রয়। মানুষটা দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হওয়া পর্যন্ত চেয়ে রয়। তারপর পিকেডি স্যার ক-ভবনে ঢুকে গেলে আবরার আকাশ পানে চেয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে থাকে, 'ইয়া রব্ব! মানুষটাকে প্রশান্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার তাওফিক্ব আপনি আমাকে দান করুন। আমি অতীব নিকৃষ্ট এবং মূর্খ এক বান্দা। আপনি আমাকে ইলম এবং হুসনুল খুলুক (সুন্দর চরিত্র) নাসীব করুন। আমি আপনারই করুণাপ্রার্থী। আপনারই মুখোপেক্ষী।'

পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা বেজে যায়। আবরার তার ব্যাগ নিয়ে টিচার্স রুমে চলে যায়। আজ তার দুটো ডিউটি। একটি 'ক' বিভাগের কমার্সের পরীক্ষার্থীদের হলে, আরেকটি আর্টস এর 'ঘ' বিভাগের পরীক্ষার্থীদের হলে। কিন্তু আরো তিন ঘণ্টা পর। তাই সে অবসর সময়ে টিচার্স রুমে বসে Samuel P. Huntington এর লেখা The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order বইটি পড়ছে। হঠাৎ জালাল স্যার টিচার্সরুমে প্রবেশ করেন। জালাল স্যার টিচার্স রুমে প্রবেশ করেই উচ্চৈঃস্বরে টেনে টেনে আবরারকে বলতে থাকেন, 'আবরার স্যার, আস-সালামু আলাইকুম।'

সবাই জালাল স্যারের দিকে চেয়ে থাকে। আসলে মানুষটা একটু অদ্ভুত-ই, তাই সবাই তার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থেকে নিজেদের সময় অপচয় না করে আবার নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দেয়। আবরার লজ্জায় পড়ে যায়। সে জালাল স্যারকে আস্তে আস্তে সালামের উত্তর দেয়। আর তার পাশের চেয়ারটা স্যারের জন্য টেনে দেয়।

'কেমন আছেন স্যার? আপনাকে অনেকদিন যাবৎ দেখি না। জয়নাল স্যারও কিছু দিন আগে আপনাকে স্মরণ করছিলেন। কোথায় ছিলেন এতদিন?'

'আর বলিয়েন না স্যার, বউ বাচ্চা দীর্ঘদিন ধরে ঘুরতে যাবার আবদার করছিল। তাই তাদের আবদার পূরণ করতেই কদিনের জন্য শ্বশুড়বাড়ি গিয়েছিলাম।' মুচকি হেসে 'আপনি কেমন আছেন স্যার? আর আমরা কবে আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় আবরার স্যারের বিয়ের দাওয়াত পাচ্ছি- বলুন তো!'

'প্রিয়, সাথে শ্রদ্ধেয় ও?'

দুজনেই হাসতে থাকেন।

‘হ্যাঁ স্যার, প্রিয়, সঙ্গে শ্রদ্ধেয়ও। সাথে স্নেহেরও।’ জালাল স্যার বলেন। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘আচ্ছা আবরার স্যার, ফিলিস্তিনের খবর কিছু শুনেছেন কি?’

আবরার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চোখে মুখে হঠাৎ-ই ছেয়ে যায় বিষাদের মেঘ। সে বলে, ‘সে আর নতুন করে কি শুনবো, স্যার? সব তো পুরোনোই। স্রেফ আমাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো মাঝেমধ্যে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস জোগানোর আশায় নিজেদের ফিরিঙ্গি মনিবদের দেয়া সীমারেখার মধ্যে থেকে কিছু প্রচার করে। নাহলে সবকিছু পুরাতন-ই। সবকিছুই পুরাতন। এক দীর্ঘকাল ধরে তাদের উপর এমন নিপীড়ন। অথচ অন্যান্য মুসলিম দেশের নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রনায়করাও এক্ষেত্রে নিশ্চুপ। দু’আ ছাড়া আর কীই-বা করার আছে আমাদের? দু’আ করবেন তাদের জন্য। প্রতি ওয়াক্ত সালাত শেষে মনে করে করে দু’আ করবেন।’

‘হ্যাঁ স্যার, আল্লাহ তাদের সহায় হোন।’

‘আমীন।’

জালাল স্যার তার কাজ শুরু করেন। তার ড্রয়ার থেকে কিছু ফাইল বের করে কী যেন খুঁজতে শুরু করেন। আবরারও তার বই পড়ায় মন দেয়। পড়তে পড়তে আবরারের ডিউটি আওয়ার ঘনিয়ে আসে। আবরার খ-ভবনের সিঁড়ি বেয়ে ছয় তালায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে ৬০৩ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করলে আবরার সেখানে পিকেডি স্যারকে দেখতে পায়। সে হঠাৎ কিছুটা অবাক হয়; কিন্তু পরে কথা বলে বুঝতে পারে কাকতালীয়ভাবে আজ তাদের দুজনের ডিউটি এক সঙ্গেই পড়ে গেছে। পিকেডি স্যার মনে মনে খুশি হোন। কারণ, স্যারের মনে কিছু প্রশ্ন আছে, যার উত্তর তিনি আবরারের মুখ থেকে শুনতে চান।

শুরু হয় পরীক্ষা। ছাত্ররা খাতা এবং প্রশ্নপত্র পেয়ে লিখতে শুরু করে। কিছু ছাত্র তখনো কেবল প্রশ্নপত্র পড়তে থাকে। কিছু ছাত্র ঘড়ি দেখে। আর কিছু ছাত্র চুপচাপ বসে থাকে। বারবার আবরার আর পিকেডি স্যারের দিকে তাকায়। পিকেডি স্যার তাদের মতলব বুঝতে পারেন। তাই তিনি আগেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ‘কেউ

যদি নিজের ঘাড় ঘুরিয়েছো অথবা নিজের খাতা কাউকে দেখিয়েছো, তাহলে মনে করবে নিজের খাতা খুইয়েছো। এ-ই আমি বলে দিলুম।’

ছাত্ররা এবার নিজ নিজ প্রশ্নপত্রের দিকে চেয়ে থাকে। সব্বাই। যারা লেখা শুরু করেছিল তারাও এবার লেখা বন্ধ করে নড়েচেড়ে বসে। প্রশ্নপত্রের দিকে চেয়ে কী যেন চিন্তা করে। এরপর নিজেদের প্রশ্নপত্র দিয়ে নিজ নিজ খাতা ঢেকে আবার লেখা শুরু করে। এবার কিছু ছাত্রের মাথায় হাত।

আবরার ও পিকেডি স্যার পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন করেন।

দুই ঘণ্টা পার হয়। এবার কিছু ছাত্র সত্যি সত্যিই বেশ বিপদে পড়ে গেছে। কিছু কিছু ছাত্র রাগান্বিত চেহারায় বিনা শব্দে আবরার এবং পিকেডি স্যারকে কী যেন বলতে থাকে, আর কিছু কিছু ছাত্র কক্ষের ছাদে এতিমের মতো চেয়ে থাকে। কিন্তু আবরার বা পিকেডি স্যারের করুণা হয় না।

ছাত্রদের চোখে বিষয়টি বেশ খারাপ এবং নির্দয় দেখায়। কিন্তু স্যারেরা বোঝেন বিষয়টি খোদ ছাত্রদের জন্যই চরম ক্ষতিকর। যদিও শ্রেণিকক্ষে বিষয়টি নিয়ে প্রায় সকল শিক্ষকই বিস্তারিত আলোচনা করেন, তবু বিষয়টি সব সময় কিছু ছাত্রের মাথার ওপর দিয়েই যায়।

পরীক্ষা শেষ। এবার সকলেই ধীরে ধীরে খাতা জমা দেয়। কিছু ছাত্র খাতা জমা দেয় আর খুশি মনে হল থেকে বের হয়ে যায়। কিছু ছাত্র নিজেদের মধ্যে প্রশ্নগুলোর সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে করতে খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে যায়। আর কিছু ছাত্র খাতা জমা দিয়ে রাগান্বিত স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে হল থেকে বের হয়ে যায়, যেন তারা এসেছিলই দেখাদেখি করে লিখতে এবং পরীক্ষাটিও ছিল কে অন্যের খাতা থেকে কত ভালোভাবে দেখে লিখতে পারে—তা প্রমাণ করার; কিন্তু আবরার স্যার এবং পিকেডি স্যার তাতে বাধা দিয়ে দিয়েছে।

পরীক্ষা শেষে আবরার, পিকেডি স্যারের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের খাতাগুলো নিয়ে অফিস রুমে চলে যায়। অফিস রুমে খাতাগুলো জায়গা মতো রেখে যুহরের সালাত জামায়াতের সঙ্গে আদায়ের উদ্দেশ্যে আবরার দ্রুত কলেজের ওযুখানায় ছুটে যায়। পিকেডি স্যারও তার পিছু পিছু যায়, কিন্তু আবরার তা খেয়াল করে না। শেষে আবরার ওযু করতে শুরু করলে পিকেডি স্যার তাকে পেছন থেকে ডেকে বলেন,

‘আবরার? তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। তোমার কি এখন সময় হবে? অথবা নামাজের পর?’ আবরার সম্মতি জানায় আর বলে, ‘ইন শা আল্লাহ, স্যার। আল্লাহ চাইলে নামাজের পর আমরা খেতে খেতে কথা বলব।

ততক্ষণ আপনি চাইলে হাত-পা ধুয়ে মসজিদে বসে অপেক্ষা করতে পারেন।’ পিকেডি স্যার খুশি হোন। বলেন, ‘আচ্ছা। ধন্যবাদ।’ সালাত শেষে পিকেডি স্যার আর আবরার রওনা হয় কলেজের পাশের রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টে যেতে যেতে পিকেডি স্যার বলতে থাকেন, ‘তোমাদের প্রার্থনা ভালো লাগে। চুপচাপ। শান্ত। নিরিবিলি। সবচেয়ে ভালো লাগে সিজদার বিষয়টি। যখন সবাই একসঙ্গে একই ঈশ্বরের নিকট মাথা নত করো।

এমনকি নামাজে নেতৃত্ব দেয়া মাওলানাও। আরেকটি বিষয়ও ভালো লাগে, তা হলো–তোমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। উঁচু জাত, নীচু জাত–বলতে কোনো কিছু নেই। বিষয়গুলো সুন্দর।’

আবরার মুচকি হাসে। হেসে সে স্যারকে একটি চকলেট অফার করে। কিন্তু স্যার বলেন, ‘ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস। তুমি খাও।’ আবরার চকলেটটি মুখে পুরে নেয়। পরে দুজনেই হাঁটতে হাঁটতে রেস্টুরেন্টে পৌঁছায়। পিকেডি স্যার ও আবরার যার যার পছন্দ মতো খাবার অর্ডার করে।

এবার খেতে খেতে আবরার বলে, ‘বলুন স্যার, কী যেন বলবেন বলছিলেন।’

‘ও, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। যদিও প্রশ্নটি পরীক্ষার হলেই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরে আবার ভাবলাম ডিউটি শেষ হলেই করি। আচ্ছা, বেশি খারাপ মানুষদের কি কাফির-মুশরিক বলা হয়? বা কোনো মানুষদের খারাপ বোঝাতে বা গালমন্দ করতে কি কাফির-মুশরিক বলা হয়?’

আবরার হাসে। হাসতে হাসতে বলে, ‘না, স্যার। এমন তো কিছু না। আপনি এটি কোথায় শুনেছেন?’

‘গতকাল ইউটিউবে এক মাওলানার একটি বয়ানে ক্লিক করেছিলাম, সেখানে দেখলাম তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বারবার মুশরিক বলে সম্বোধন করছেন। তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে সাধারণ মুসলিমদের নিষেধ করছেন। আর ‘কাফির’ শব্দটি আমি আগেই শুনেছি। তুমি বলো, এগুলো কি ঠিক? হিন্দু

ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কি ইসলাম ভালো ব্যবহার না করার, অথবা খারাপ ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়?'

না স্যার, এমন কিছুই না। প্রথমত, 'কাফির' বা 'মুশরিক' কোনো বকা বা গালি নয়। কাফির অর্থ হচ্ছে অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী[৪]।

আর মুশরিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারী[৫]। এখন আপনিই বলুন, যারা হিন্দুধর্ম পালন করে, তারা কি শুধু এক আল্লাহরই ইবাদাত করে? তারা কি ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে বিভিন্ন দেব-দেবীকে অংশীদার বানায় না? তারা কি আল্লাহর ইবাদাত করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেব-দেবীরও ইবাদাত করে না? বলুন।'

'উম... হিন্দুরা অংশীদার সাব্যস্ত করে না আসলে, কিন্তু হ্যাঁ, একজন ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা আছে মানে। তার পাশাপাশি দেব-দেবীদেরও মানে। পূজা করে।'

'তাহলে ভিন্ন কি হলো স্যার? আমি তো তাই বললাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সৃষ্টিকর্তারও ইবাদাত, উপাসনা বা পূজা করে, তার পাশাপাশি বিভিন্ন দেব-দেবীদেরও ইবাদাত, উপাসনা বা পূজা করে। যা ইবাদাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে দেব-দেবীদের অংশীদার করা। শুধু এক ঈশ্বরের তথা সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করা না।'

'কিন্তু দেব-দেবীরা তো মহান ঈশ্বরেরই অনেক রূপ!'

---

[৪] 'কাফির' শব্দটি 'কুফর' থেকে এসেছে। 'কুফর' শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা অথবা গোপন করা। বাংলাতে 'কাফির' শব্দের অর্থ করা হয় অবিশ্বাসী। ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলাম বা ইসলামের কোনো অংশকে, কুরআনুল কারীম বা এর কোনো আয়াত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কোনো একজন নবী অথবা রাসুলকে অস্বীকার করে, ইসলামী আকীদাহ বা এর মৌলিক কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমানিত ইসলামের কোনো বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, প্রত্যাখ্যান অথবা এগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা বা অবজ্ঞা করে, তাকেই কাফের বলে।

[৫] 'শিরক' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে কাউকে শরিক বা অংশীদার বানানো। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। বাংলাতে 'মুশরিক' শব্দের অর্থ করা হয় অংশীদার সাব্যস্তকারী। ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী একক সত্তা, মর্যাদা বা ক্ষমতার সমান বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করে, মনে করে অথবা দাবি করে, তাকেই মুশরিক বলে।

‘স্যার, এক ঈশ্বরেরই অনেক রূপ বলেই কি তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা?’

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে পিকেডি স্যার উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ বুঝলাম... কিন্তু তাই বলে কি তাদের (হিন্দুদের) কাফির-মুশরিক বলতে হবে?’

‘স্যার, আপনাকে আগেই বলেছি—কাফির বা মুশরিক কোনো বকা বা গালি নয়। আর এটি কোনোভাবে বকা বা গালি অর্থে ব্যবহৃতও হয় না। কারণ, যদি এটি বকা বা গালি অর্থে ব্যবহৃতই হতো, তাহলে অনেক অপরাধী, খারাপ অথবা জঘন্য মানসিকতার নামধারী কিছু মুসলিমদেরও কাফির-মুশরিক বলা হতো। যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কারণ, আল্লাহর বিধান হচ্ছে—যে কাফির বা মুশরিক নয়, তাকে কাফির বা মুশরিক বলা যাবে না। আর যে কাফির বা মুশরিক, তাকে মুমিন বা মুসলিম বলা যাবে না। অর্থাৎ, যে যা তাকে তা-ই বলতে হবে। যে যা নয়, তাকে তা বলা যাবে না। তা নাহলে এটি মিথ্যাচার অথবা অপবাদ দেয়া হয়ে যাবে, যা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এটিই লজিক্যাল।’

‘হুম, বুঝলাম। কিন্তু কাফির-মুশরিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার বিষয়টা?’

‘আজ কি টিউশনে যাবেন স্যার?’

‘না, খুবই ক্লান্ত লাগছে। আজ যাওয়ার ইচ্ছে নেই।’

‘আচ্ছা, তাহলে আজকে বাসায় যেতে যেতে ঐ বিষয়টা নিয়ে কথা বলব, ইন শা আল্লাহ। এখন জলদি জলদি খেয়ে নিন। নাহলে হয়তো অল্প বিশ্রামের সময়টুকুও পাবেন না।’

‘আচ্ছা।’

দুপুরের খাবার খেয়ে আবরার ও পিকেডি স্যার কলেজ ফিরে যান। তারপর অল্প বিশ্রাম নিয়ে দুজনেই তাদের ডিউটি আওয়ারের অপেক্ষা করতে থাকে। আবরার অপেক্ষা করতে করতে টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল খানিক, কিন্তু ডিউটির সময় হলে পিকেডি স্যার আবরারকে ডেকে দিয়ে তার কাজে চলে যান। আবরার ফ্রেশ হয়ে জলদি জলদি আর্টসের ‘ঘ’ বিভাগের পরীক্ষার্থীদের হলে যায়।

দুপুর-বেলা বিকেলে পরিণত হতে থাকে। ছাত্ররা দ্রুত কলম চালাতে শুরু করে। বিকেলের রোদ কলেজ ভবনের জানালা গলে কক্ষে প্রবেশ করতে থাকে। ছাত্রদের মনে সময় ফুরানোর ভীতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সকলেই যথাসম্ভব দ্রুত লিখতে থাকে। পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত শিক্ষকগণ ছাত্রদের দিকে চেয়ে থাকেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকেরা যেন নিজেদেরই বাল্যকাল খুঁজে ফেরেন। আর তা অনেকেই খুঁজে পান। ফলে শিক্ষকগণ আপ্লুত হোন অতীত হয়ে যাওয়া সময়টাকে আবারো চোখের সামনে দেখতে পেয়ে। শিক্ষকগণ আনন্দিত শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজেদের বাল্যকাল খুঁজে পেয়ে।

স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে খাতা জমা দিতে শুরু করে।

এই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর খাতা জমা দিয়ে দেয়া, দপ্তরিদের ছোটাছুটি, কলেজ জুড়ে কোলাহলের প্রারম্ভ—পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে আসার বার্তা। আর পাঁচ মিনিট বাদেই বেজে ওঠে ঘণ্টা। পরীক্ষার সময় শেষ। এবার সবাই ধীরে ধীরে খাতা জমা দিতে থাকে। ফুরিয়ে যায় বিকেল।

বিকেল শেষে অনেক ছাত্রই ওযু করে কলেজের মসজিদে আসরের সালাত কাযা আদায় করে। কারণ তাদের পরীক্ষা এমন সময়েই পড়ে, যে সময়ে আসর সালাতের ওয়াক্ত চলতে থাকে। এজন্য কিছু কিছু ছাত্র কাউকে কিছু না জানিয়ে পরীক্ষার সময়েও কলেজের মসজিদে গিয়ে সময়মতো আসরের ফরজ সালাতটুকু আদায় করে চলে আসে, যার জন্য কোনো এক্সট্রা টাইম তারা পায় না।

পরীক্ষার খাতাগুলো গোছানো শেষে শিক্ষকগণ অফিস রুমে ফেরেন। অফিস রুমে ফিরে পিকেডি স্যার, আবরারের সঙ্গে দেখা করেন। আবরারের কিছু কাজ বাকি ছিল, তাই পিকেডি স্যারকে কিছুক্ষণ বসতে হয়। তারপর দুজনে একসঙ্গেই কলেজ থেকে বের হয়। হাঁটতে হাঁটতে শুরু হয় আলাপচারিতা। ফিরে যায় দুজনে পূর্বের টপিকে।

'স্যার, আপনার প্রশ্নটা যেন ঠিক কী ছিল?'

একটু স্মরণ করার চেষ্টা করে পিকেডি স্যার বলেন, 'মনে আসছে না আবরার। মনে আসলে আবার জিজ্ঞেস... ও, হ্যাঁ! মনে এসেছে। প্রশ্নটা ছিল—মুসলিমরা কেন কাফির-মুশরিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না?'

'স্যার, মুসলিমরা শুধু কাফির-মুশরিক কেন, কোনো নামমাত্র মুসলিম মানে যারা ইসলাম পরিপূর্ণ মানার চেষ্টা করে না তাদেরও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। কারণ, কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, কিয়ামত দিবসে বন্ধুরা একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়বে, মুত্তকি বা আল্লাহভীরুরা ছাড়া।

এখন চিন্তা করুন—একজন মুসলিম, যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, দৃষ্টি সংযত রাখে, বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ এবং আলিমদের সম্মান করে, বৈধ পন্থায় উপার্জন করে, কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী শারীয়াহ মতে উপার্জন করে, কুরআন-হাদীসের আলোকে ন্যায়বিচার করে, কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখলে দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত করে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, তাঁর দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে হারামে হাত বাড়ায় না—সে যদি এমন কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, যে এ বিষয়গুলো থোড়াই কেয়ার করে, তাহলে কি সঙ্গের প্রভাবে সে-ও উক্ত বিষয়গুলো থেকে ধীরে ধীরে গাফেল হয়ে পড়বে না? সঙ্গের প্রভাব তো আপনি অস্বীকার করেন না, তাই না?'

'বুঝলাম।'

দুজনেই সমগতিতে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পর পিকেডি স্যারই নিজ থেকে বলতে থাকেন, 'আসলে যতই প্রশ্ন করছি, ততই বিষয়গুলো স্পষ্ট হচ্ছে। ভ্রান্তি দূর হচ্ছে। তবে অনেক সময় আবার অনেকের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর পাই না। যেমন- গতকাল আমার পরিচিত কমার্সের এক মুসলিম শিক্ষককে হজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যা আমি কুরআনে পড়েছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন তিনি সঠিক জানেন না। আবার তার সঙ্গে অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ুয়া তার এক ভাতিজা ছিল, তাকে দেখলাম আমার প্রশ্ন শুনে কতক্ষণ কী যেন চিন্তা করে একদম পণ্ডিতের ভাব ধরে এমন একটি উত্তর দিল, যা শুনেই আমার মনে খটকা লাগছিল। পরে আমি কুরআন-হাদীস পড়ে ও কজন বয়োবৃদ্ধ মুসলিমদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি—এ বিষয়ে তার ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও নেই। অথচ সে হজের বিষয়ে আন্দাজে নিজের মনগড়া কিছু কথাবার্তা আমার কাছে চালিয়ে দিয়েছে তার পাণ্ডিত্য দেখাতে। এতে তার কী লাভ হলো, আর আমার কী লাভ হলো?'

'স্যার, আপনি ইসলামের বিষয়ে যার-তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন না—এটিই আমার প্রথম সাজেশান। ইসলামের বিষয়ে কিছু জানতে হলে আপনি বিজ্ঞ

আলিমদের শরণাপন্ন হবেন। তাদের জিজ্ঞেস করবেন। আমার মতো যদু-মদু-কদুদের জিজ্ঞেস করলে অনেক ক্ষেত্রেই অমন ভুল উত্তরই হয়তো পাবেন। আমি একজন তালিবুল ইলম বা ছাত্রমাত্র। তাই হয়ত আপনার করা কিছু প্রশ্নের উত্তর কুরআন-হাদীসের আলোকে দিতে পারি। কিন্তু সব বিষয়ে জ্ঞান আমারও নেই। আর আমি এটি অকপটেই স্বীকার করি।'

'হুম। তবে তুমি তোমার জানা থেকে যা বলো, সত্যই বলো। সঠিকই বলো এবং কুরআন-হাদীস থেকেই বলো—এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। তোমার দেয়া অনেক জবাব আমি কুরআন-হাদীসেও হুবহু পেয়েছি।'

আবরার হেসে উত্তর দেয়, 'স্যার, ওগুলো মূলত কুরআন-হাদীসেরই জবাব, আমার জবাব নয়। আমি স্রেফ বর্ণনাকারী। হয়তো হুবহু বর্ণনা করতে পেরেছি, তাই আপনি হুবহু মিল পেয়েছেন।'

মুচকি হেসে পিকেডি স্যার বলেন, 'হ্যাঁ। আচ্ছা, আজ তবে বাসায় চলো। ঘুরে যাও গরিবের বাসা থেকে।'

'স্যার আরেকদিন যাবো, ইন শা আল্লাহ। ধন্যবাদ। আজ বাবা অসুস্থ। তাই বাসায়ই ফিরতে হবে।'

'ওহ। তাহলে অবশ্যই। আল্লাহ কাকাকে সুস্থ করে দিন।'

'আমীন। শুকরিয়া স্যার।'

পিকেডি স্যার মুচকি হাসেন। অতঃপর দুজনেই দুজনের গন্তব্যে চলে যান।

পিকেডি স্যার আসলেই আবরারকে স্নেহ করেন। সাথে সম্মানও। তার দায়িত্বশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানার্জন স্পৃহা এবং সুন্দর আচার-আচরণের কারণে। আবরারও পিকেডি স্যারকে শ্রদ্ধা করে। তার উত্তম চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা এবং সত্যবাদিতার কারণে।